আজই বাক্য পূর্ণতার দিন

(The Day of Fulfillment)

লূক লিখিত সুসমাচার ৪ অধ্যায় ১৪-২১ পদ

যীশুর পরীক্ষা বর্ণনা করার পর, ৪:১৪ পদ থেকে ৯:৫০ পদ পর্যন্ত লূক গালীল প্রদেশে যীশুর পরিচর্যা বর্ণনা করেছে। কিন্তু ৪টি সুসমাচারে যীশুর পার্থিব জীবনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে সমান্তরালভাবে সাজালে, আমরা উপলব্ধি করি যে, যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষার পর সরাসরি এই গালীল পরিচর্যা শুরু হয়নি। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, লূক যীশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কালানুক্রমিক *(chronological)* বর্ণনা আমাদের কাছে উপস্থিত করেনি। বাস্তবে লূক ৪:১৩ পদের ঘটনা এবং ৪:১৩-১৪ পদের ঘটনার মধ্যে, তথা প্রান্তরে যীশুর পরীক্ষা এবং যীশুর গালীল পরিচর্যার মধ্যে প্রায় ১ বৎসরের ব্যবধান বর্তমান। মথি ও মার্কের ন্যায় এই সময়ের পরিচর্যার কথা লূকও লিপিবদ্ধ করেনি, কেবল যোহন তা লিপিবদ্ধ করেছে। এই সময়ের মধ্যে যীশুর জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তাদের বর্ণনা আমরা যোহন ১:১৯-৪:৪২ পদের মধ্যে দেখতে পাই। পরীক্ষার পর যীশু তাঁর প্রথম শিষ্যদের আহ্বান করেছিলেন, খুবই অল্প সময়ের জন্য তাঁর হোমটাউন নাসরতের কান্না নগরে একটি বিবাহ-ভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তারপর দক্ষিণে পুনরায় যিহূদিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন, পথে কফরনাহূমে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন; তারপর তিনি যিহুদিয়াতে পৌঁছান এবং সেখানে প্রায় ১ বৎসর কাটান। এই সময় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তাদের মধ্যে যে কয়টির বর্ণনা আমরা যোহনের সুসমাচারে পাই, তারা হল, তিনি বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সাধন করেন, জেরুশালেম মন্দিরের মধ্য থেকে ব্যবসায়ীদের দূর করেন, নীকদীমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে ও কূপের ধারে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ। এইভাবে প্রায় ১ বৎসর যাবৎ যিহুদিয়াতে পরিচর্যা করার পর, গালীলে দ্বিতীয়বারের (প্রথমবারে কান্না নগরের বিবাহ ভোজে যোগদান) জন্য ফিরে এসে তিনি যে সমস্ত কাজ এখানে করেছিলেন, লূক এখানে, সেই পরিচর্যারই বর্ণনা দিয়েছে। এই কারণে, ৪:২৩ পদে, নাসরতের লোকরা যীশুকে এমন কথা বলেছে, ***"কফরনাহূমে যা যা করা হয়েছে শুনেছি, এখানে এই স্বদেশেও কর।"*** প্রায় দেড় বৎসর ধরে যীশু তাঁর গালীল পরিচর্যা সাধন করেন।

এখন, ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনা না দিলেও, লূক এখানে যা লিখেছে, তার বিষয়বস্তুকে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করি যে, পূর্ববর্তী ঘটনার (বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা) সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ বর্তমান। আর তা হল, পিতা ঈশ্বর তাঁকে যে কাজ সম্পন্ন করতে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং সেই কাজের শুভ উদ্বোধন শেষ হয়েছে। পরিচর্যার সূচনা ঘটেছে। যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যা খুবই সহজ সরলভাবে বা সামান্য উপায়ে শুরু করেছেন। আত্মা-পূর্ণ ও আত্মা-পরিচালিত বাইবেল-শিক্ষক হিসাবে যীশু তাঁর ঈশ্বরের বাক্য প্রচার ও শিক্ষাদানের পরিচর্যা শুরু করেছেন। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যীশু তাঁর এই পরিচর্যা জেরুশালেমের মতো বড় শহরে নয়, কিন্তু গালীলের মতো সামান্য টাউনে শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর পরিচর্যা বিরাট জনতার ভিড়ের মধ্যে নয়, কিন্তু সামান্য কিছু মানুষের কাছে; বড় স্টেডিয়ামে নয়, কিন্তু ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সমাজগৃহে শুরু করেছেন।

গালীল প্রদেশে নাসরতের মতো অনেক (যোফুসের কথানুসারে প্রায় ২৪০টি টাউন ও গ্রাম ছিল) ছোট ছোট টাউন ছিল। সেইসময় এই সমস্ত টাউনের লোকসংখ্যা ছিল খুবই সামান্য, কারণ এই সমস্ত টাউনের মানুষদের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করার জন্য কেবল একটি কূয়োর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত টাউন বা গ্রামের লোকদের সাধারণ জীবিকা ছিল কৃষিকাজ, মাছধরা, বা মেষপালন। তাদের বেশিরভাগ মানুষই ছিল অশিক্ষিত। ৪:১৪ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন যীশু আত্মার পরাক্রমে গালীলে ফিরে গেলেন, এবং তাঁর কীর্তি চারদিকের সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপিল।"*** এই সমস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে যীশু তাঁর গালীল পরিচর্যা শুরু করলেন। লূক তার সুসমাচারে যীশুকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এমন ঈশ্বর-প্রেরিত মশীহ হিসাবে তুলে ধরেছে, যিনি কেবল ইহুদিদের পরিত্রাণের জন্য নয়, কিন্তু যত লোক তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের প্রত্যেকের কাছে পরিত্রাণ আনতে এসেছিলেন। তাই, যীশুর পার্থিব পরিচর্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে, লূক যীশুর হোমটাউন নাসরতে যীশুর অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু করেছে, যেখানে তিনি পরিত্যক্ত হয়েছিলেন (৪:২২, ২৮-২৯)।

লক্ষ্য করার বিষয় বাপ্তিস্মের সময় যে আত্মা কপোতের আকারে যীশুর উপর নেমে এসেছিলেন, তিনিই শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হতে যীশুকে প্রান্তরে পাঠিয়েছিলেন। এখানে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেই আত্মার পরাক্রমেই যীশু তাঁর গালীল পরিচর্যা করতে ফিরে এসেছেন। যীশু আত্মা-পূর্ণ প্রচারক ছিলেন। পিউরিটানরা এমন কথা বলতে ভালোবাসতেন, ঈশ্বরের একটিই পুত্র ছিল, আর তিনি তাঁকে প্রচারক করেছিলেন। হ্যাঁ, যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাতে অসুস্থদের সুস্থ করেছিলেন, ক্ষুধার্তদের খাদ্য জুগিয়েছিলেন, অনেককে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, ঠিককথা, কিন্তু সে সমস্তের শুরু হয়েছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের দ্বারা। যেহেতু ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণের দ্বারা বিশ্বাস এসে থাকে (রোমীয় ১০:১৭), সেইহেতু যীশুর পার্থিব পরিচর্যা ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের দ্বারা শুরু হয়েছে এবং ক্রমশ এগিয়ে গেছে।

এখন, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য যীশু যে স্থানকে বেছে নিয়েচেন, তা হল, সমাজগৃহ। ১৫ পদে বলা হয়েছে, *"তিনি তাদের সমাজগৃহে সমাজগৃহে উপদেশ দিয়ে সকলের দ্বারা গৌরবান্বিত হতে লাগলেন।"* এখানে একটি বিষয় আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আর তা হল, জেরুশালেম মন্দির বা ধর্মধাম এবং সমাজগৃহের মধ্যে পার্থক্য। ইহুদিদের জীবন প্রথমে আবাসতাম্বু এবং পরে জেরুশালেম মন্দির-কেন্দ্রিক ছিল। তা ছিল সেই স্থান, যেখানে ঈশ্বরের পার্থিব উপস্থিতি আশা করা হত; যেখানে সমস্ত ইস্রায়েল এসে সমবেত হত ও ঈশ্বরের উদ্দেশে তাদের প্রার্থনা উৎসর্গ করত; যেখানে তারা তাদের নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গ করত; যেখানে তাদের বিভিন্ন পর্ব ও উৎসব পালন করা হত; যাজকরা যেখানে সেই সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করত। ঈশ্বরের নির্দেশেই শলোমনের দ্বারা সেই মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

কিন্তু ৫৮৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা এই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্যাবিলনীয়রা প্রথমে ৬০৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আসে, এবং পরে আবার ৫৯৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে জেরুশালেমে আসে; প্রতিবারই তারা যিহুদার লোকদের বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। শেষে ৫৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তারা পুনরায় জেরুশালেম অবরোধ করে, এবং জেরুশালেম নগরকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, নগরের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে দেয়; এবং জেরুশালেম মন্দির ভেঙ্গে ফেলে, লুঠ করে সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য ব্যাবিলনে নিয়ে যায়; সেই সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে অবশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও বন্দি করে নিয়ে যায়। এই সময় পর্যন্ত ইহুদিদের জীবন জেরুশালেম মন্দির-কেন্দ্রিক ছিল, সেখানে তারা ঈশ্বর আরাধনা করত, সেখানেই তারা ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা করত। সেখানে সেই কাজের জন্য যাজকরা ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত যাজক ছাড়াও যোহন বাপ্তাইজকের পিতা সখরিয়ের মতো আরও অনেক যাজক ছিল, যারা ইস্রায়েলের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করত, কিন্তু বৎসরের মধ্যে মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য (যেহেতু তাদের মধ্যে ২৪টি পালা ছিল, ১:৫ পদ) জেরুশালেম মন্দিরে পরিচর্যার সুযোগ পেত, তখন তারা জেরুশালেমে যেত। কিন্তু বৎসরের অন্যান্য সময় এই সমস্ত যাজকরা তাদের হোমটাউনে বা নিজের গ্রামেই থাকত, এবং সেখানে তারা সাধারণ মানুষদের ব্যবস্থা শিক্ষা দিত। এই কারণে, একজন লেবি বা যাজক যে অঞ্চলের হত, সে সেই অঞ্চল ত্যাগ করতে পারত না। কিন্তু সেই সমস্ত যাজকরা এইভাবে সাধারণ মানুষদের কোথায় শিক্ষা দিত?

পুরাতন নিয়মের কোথাও আমরা সমাজগৃহের কথা পাই না। তাদের বিষয় আমরা ঈশ্বরের কোনও প্রত্যক্ষ আদেশও দেখতে পাই না। সেখানে আবাসতাম্বু বা জেরুশালেম মন্দিরের মতো পবিত্র স্থান, মহাপবিত্র স্থান, বলিদানের স্থান, বা পর্দা, ইত্যাদি উপস্থিতির কোনও কথা আমরা পাই না। সমাজগৃহ ছিল আমাদের মণ্ডলীর এই উপাসনাস্থানের ন্যায় একটি সাধারণ গৃহ মাত্র, সেখানে কোনও বলি উৎসর্গ করা হত না, কোনও পর্ব বা উৎসবও পালন করা হত না। সমস্ত প্রধান পর্ব (নিস্তার-পর্ব, পঞ্চাশত্তমীর পর্ব, শস্য উৎসর্গের পর্ব, ইত্যাদি) জেরুশালেম মন্দিরে পালিত হত।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ব্যাবিলনীয়রা ৫৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যখন জেরুশালেম আক্রমণ করে, তখন তারা এই মন্দির সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে এবং ৭০ বৎসরের জন্য ইহুদিদের ব্যবিলনের নির্বাসনে নিয়ে যায়। এই সময় তাদের নিজস্ব কোনও ভূমি ছিল না, জাতি ছিল না, নগর ছিল না, মন্দির ছিল না। কিন্তু তাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই, আমরা দেখতে পাই, যারা নির্বাসিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে যিহিষ্কেলের মতো ভাববাদির চারপাশে ইহুদিরা সমবেত হয়েছে, এবং যিহিষ্কেল তাদের ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়েছে (যিহিষ্কেল ৮, ১৪, ২০ অধ্যায়)। এই ব্যাবিলন নির্বাসনের সময় থেকেই ইহুদিরা নিয়মিতভাবে মিলিত হতে শুরু করে, যেখানে তারা ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করত ও তা তাদের কাছে শিক্ষা দেওয়া হত। পরে প্রতি বিশ্রামবারে তারা মিলিত হতে শুরু করে। এরপর, ৭০ বৎসরের নির্বাসন শেষ হলে, তারা যখন তাদের দেশে ফিরে যাবার সুযোগ পায়, তাদের দেশে ফিরে গিয়ে সবার আগে তারা যে কাজটি করেছিল, তা হল, ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, যা ইষ্রার নেতৃত্বে সাধিত হয়েছিল (নহিমিয় ৮ অধ্যায়)। এখন, সেই ঈশ্বরের বাক্য ধারাবাহিকভাবে তাদের শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও মন্দির না থাকায়, ইহুদিরা কয়েকজন মিলে প্রতি বিশ্রামবারে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ও শিক্ষা শুরু করে। এই সমস্ত স্থানকেই সমাজগৃহ বলা হত। কিন্তু কেবল নির্বাসনের ফলস্বরূপ নয়, যে সমস্ত ইহুদি ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা মন্দিরের সান্নিধ্যে না থাকার কারণে, তারাও প্রতি বিশ্রামবারে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা শুরু করেছিল। তাই যীশুর সময় গালীল, যিহুদিয়া ও ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দেশে প্রচুর সমাজগৃহ ছিল, মাত্র ১০ জন বয়স্ক ইহুদি পুরুষ থাকলেই তারা সমাজগৃহে মিলিত হতে পারত। প্রেরিত পুস্তকে আমরা দেখতে পাই যে, পৌল যখনই কোনও নতুন স্থানে সুসমাচার প্রচার করতে উপস্থিত হয়েছে, সে সেখানে প্রথমে সমাজগৃহের খোঁজ করেছে ও সেখানে শিক্ষা দিয়ে সুসমাচার প্রচার শুরু করেছে। কারণ ইহুদিরা যেখানেই যেত, সেখানেই তারা সমাজগৃহ তৈরী করত। (ব্যাবিলন নির্বাসন থেকে ফিরে এসে জেরুশালেম নগর ও তার প্রাচীর নির্মাণের পর সরুব্বাবিলের নেতৃত্বে শলোমনের তৈরী মন্দিরের সাদৃশ্যে ক্ষুদ্র মন্দির নির্মিত হয়েছিল, পরে হেরোদের নেতৃত্বে জেরুশালেম মন্দির পুনরায় নির্মিত হয়েছিল, যা ৭০ খ্রীস্টাব্দে রোমীয়দের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। মন্দিরগৃহ এইভাবে তৈরী হয়েছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষাদানের স্থান হিসাবে সমাজগৃহ ক্রমশ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে)।

যীশু তাঁর ছোটবেলা থেকেই সমাজগৃহে ব্যবস্থা শিক্ষা করেছেন, যেখানে তিনি শাস্ত্রবাক্য পাঠ, প্রার্থনা, হয়ত গান, এবং বিভিন্ন যাজকের দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা শুনেছেন। সেখানে হয়ত মাত্র ২০-৩০ জন মানুষ মিলিত হত। কিন্তু যীশু তাকে অবহেলা করেননি। ছোটবেলা থেকে সমাজগৃহের সঙ্গে তাঁর এই সম্পর্ক থাকায়, তিনি তাঁর পার্থিব পরিচর্যাও এই সমাজগৃহেই শুরু করেছেন। ১৪ এবং ১৫ পদে বলা হয়েছে যে, যীশুর কীর্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সকলের দ্বারা তিনি গৌরবান্বিত হচ্ছিলেন। এর অর্থ তিনি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর এই জনপ্রিয়তা মানুষের মধ্যে ছিল, যা কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁকে হারাতে হবে।

১৬ পদে বলা হয়েছে, ***"আর তিনি যেখানে পালিত হয়েচিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হলেন, এবং আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন, এবং পাঠ করতে দাঁড়ালেন।"*** যীশু তাঁর রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে গেলেন। যারা যীশুকে তাঁর শৈশব থেকে দেখে এসেছে, তাদের মধ্যে যীশুকে দেখবার খুব আগ্রহ তৈরী হয়েছে। কারণ, তারা ইতিমধ্যে যীশুর বিষয় শুনেছে, তিনি কফরনাহূম ও অন্যান্য স্থানে কত অলৌকিক কাজ করেছেন, কত সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন। এখন নাসরতের মতো ছোট গ্রামের একটি ছেলে এত শিক্ষা পেল কীভাবে, তা জানার জন্য সকলের মধ্যে কৌতুহল ছিল। এর আগে লূক ২:৫২ পদে আমরা দেখেছি, ***"পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।"*** এর অর্থ, তিনি অদ্যয়ন করেছেন, তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন ও তিনি বৃদ্ধি পেয়েছেন। স্বয়ং ঈশ্বর-পুত্র যদি এইভাবে নিজেকে নত নম্র করে শিক্ষালাভ করে থাকেন, তাহলে আমাদেরকে আরও কত বেশি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করতে হবে!

আরও একটি বিষয় আমরা উপলব্ধি করি, তা হল, নাসরৎ যদিও তাঁর হোমটাউন ছিল, কিন্তু সেই স্থানের ক্ষুদ্রত্বকে চিন্তা করে যীশু মহান হবার আকাঙ্ক্ষায় সেই স্থানে প্রচারকে এড়িয়ে যেতে পারতেন। আমরা যোহন ১:৪৬ পদে নথনেলকে এমন কথা বলতে শুনি, *"নাসরৎ থেকে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হতে পারে?"* যীশুর নিজের ভাইরা পর্যন্ত যীশুকে এমন কতা বলেছে, *"এখান থেকে প্রস্থান করে যিহুদিয়াতে চলে যাও, যেন তুমি যা যা করছ, তোমার সেই সমস্ত কাজ তোমার শিষ্যরা দেখতে পায়। কারণ এমন কেউ নেই যে, গোপনে কাজ করে, আর নিজে সপ্রকাশ হতে চেষ্টা করে। তুমি যখন এই সকল কাজ করছ, তখন নিজেকে জগতের কাছে প্রকাশ কর"* (যোহন ৭:৩-৪)। সেই সময় সমাজগৃহের উপাসনার নিয়ম অনুসারে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করার জন্য দাঁড়াতে হত এবং বাক্য-প্রচার শোনার জন্য বসতে হত। তাই, যীশু বাক্য পাঠের জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

১৭ পদে বলা হয়েছে, *"তখন যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক তাঁর হাতে সমর্পিত হল, আর তিনি পুস্তকটি খুলে সেই স্থান পাইলেন, যেখানে লেখা আছে . . .।"* সেই সময় ছাপাখানার দ্বারা তৈরী কোনও পুস্তক ছিল না, স্ক্রোল বা পাণ্ডুলিপি বা পার্চমেন্টে লোকেরা নিজের হাতে লিখত বা নকল করত; সেই দীর্ঘ স্ক্রোল জড়িয়ে রেখে দেওয়া হত। আবার সেই সময় বাইবেলের কোনও অধ্যায় বা পদ খুঁজে বের করা সহজ কাজ ছিল না। কারণ, দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম বাইবেলকে বিভিন্ন অধ্যায়ে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম বাইবেলের অধ্যায়গুলিকে পদে বিভক্ত করা হয়। অর্থাৎ, আজ আমাদের হাতে যে আকারে বাইবেল আছে, তা যীশুর পার্থিব পরিচর্যার প্রায় ১৫০০ বৎসর পর তৈরী হয়েছে। এখন যীশু যিশাইয় ভাববাদী পুস্তকের যে অংশ পাঠ করতে চাইছেন, তা তখনকার সেই স্ক্রোল থেকে খুঁজে বের করা কত কঠিন ছিল, তা নিশ্চয়ই আমরা উপলব্ধি করতে পারছি (আজ পুস্তকের নাম, কত অধ্যায়, কত পদ বলে দিলেও অনেকে তা খুঁজে বের করতে পারি না!)। কিন্তু যীশু সহজেই তাঁর মনোনীত শাস্ত্রাংশ খুজে পেয়েছিলেন, কারণ তিনি মন দিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, তা তাঁর নখদর্পনে ছিল। যখন আমরা আরও উপলব্ধি করি যে, সেই সময় সেই সমস্ত সমাজগৃহে তাদের শাস্ত্রের মাত্র একটা বা দুটো স্ক্রোল থাকত। সেই সমস্ত লম্বা, ভারী, লাঠিতে জড়ানো স্ক্রোল খুলে ঈশ্বরের বাক্য পড়তে হত। তাহলে, আমাদের মধ্যে ক'জন বাইবেল পাঠ করতাম?

১৮-১৯ পদে বলা হয়েছে, *"প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করবার জন্য, উপদ্রুতদের নিস্তার করে বিদায় করবার জন্য, প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করবার জন্য।"* যীশু যিশাইয় ৬:১-২ পদ পাঠ করেছেন। এই শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট হল সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর, অর্থাৎ জুবিলি বা যোবেল বৎসর। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের মধ্যে এই যোবেল বৎসরের নিয়ম দিয়েছিলেন, যখন পঞ্চাশতম বৎসরকে তিনি পবিত্র করেছিলেন; যখন দাসদের মুক্ত করা হত; সমস্ত ঋণ মকুব করা হত; যে ভূমি ঋণ বা সমস্যার কারণে কেউ হারিয়েছিল, সে ফিরে পেত (লেবীয় ২৫:৮-১৭)। সবাই নতুন করে শুরু করার সুযোগ পেত। এই প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরের আশীর্বাদকে বর্ণনা করা হয়েছে। ২১ পদে আবার যীশু বলেছেন, *"আজই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল।"* এই কথার অর্থ যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে যে প্রসন্নতার বৎসর সম্বন্ধে যে ভাববাণী করা হয়েছিল, তা যীশুতে পূর্ণ হয়েছে। কীভাবে?

<u>দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার</u>: যীশু নিজে দরিদ্র ছিলেন। যীশুর পিতা, মাতা, হোমটাউন, তাঁর পরিবার, বন্ধু, সবাই দরিত্র ছিল। মথি ৮:২০ পদে যীশু নিজে বলেছেন, *"শৃগালদের গর্ত আছে, এবং আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার স্থান নেই।"* আমরা জানি দরিদ্র হবার কারণে, আমরা অনেক বিষয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু দরিদ্র হবার কারণে আমরা কি কেবল ধনিরা ভোগ করতে পারে, এমন আত্মিক আশীর্বাদ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

থেকে বঞ্চিত হয়েছি (ইহুদিদের ভ্রান্ত ধারণা)? যীশু বলছেন, তিনি দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে এসেছেন। ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ, পরিত্রাণ, প্রেম, পাপ-ক্ষমা, স্বর্গে অধিকার তিনি দরিদ্র কি ধনি সবার জন্য উপস্থিত করেছেন। ধনি হই বা দরিদ্র হই, পৃথিবীর মাটিতে আমরা দুই দলের লোক, ধার্মিক বা অধার্মিক। তাই, আমরা দরিদ্র হতে পারি, কিন্তু যদি ধার্মিক হই, যেমন ছুতোর মিস্ত্রী যোষেফ ছিল, তাহলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমাদের কোনও পার্থক্য নেই। আর তাই আমাদের মণ্ডলীতে আমরা ধনি ও দরিদ্র একসঙ্গে এক ঈশ্বরের আরাধনা করি, কোনও পার্থক্য নেই।

বন্দিদের কাছে মুক্তিপ্রচার: এখানে বন্দি বলতে যুদ্ধ-বন্দিদের কথা বলা হয়েছে। আজকের দিনে আমরা এমন বন্দিদের কতা ভাবতে পারি না। আদের দেশ তথা পৃথিবী থেকে ক্রীতদাসত্বের প্রথা দূর হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কি আমরা তা থেকে পূর্ণ মুক্তি পেয়েছি? কারণ এখনও আমরা মদের, ড্রাগের, অন্যদের মতামত, খাদ্য, পানীয়, জুয়া, বিলাসিতা, বিনোদন, সিনেমা, তথা পাপের দাসত্ব করে চলেছি। এইভাবে আমরা যারা জীবনের আশা হারিয়েছি, যীশু তাদের কাছে মুক্তির সুসমাচার এনেছেন। আমাদের কিছু করতে হবে না, তিনি তা করেছেন। আমাদের কে কেবল কেবল তাঁর অনুগ্রহ কামনা করতে হবে, তাঁতে বিশ্বাস করতে হবে।

অন্ধদের চক্ষুদান: যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যার সময় সত্যই অনেক অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যোহনের প্রয়েনর উত্তরে যীশু তার শিষ্যদের এই কথা বলে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, *"তোমরা যাও, যা যা শুনছ ও দেখছ, তার খবর যোহনকে দাও; অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে . . ."* (মথি ১১:৪-৫)। কিন্তু কেবল চর্মচক্ষু নয়, তিনি আমাদের আত্মিক চক্ষুও খুলে দিয়ে থাকেন। এই জগতের দেবদেবীরা যখন অবিশ্বাসীদের অন্ধ করে রেখেছে, তখন সুসমাচারের দীপ্তিই কেবল তাদের সেই অন্ধত্ব দূর করতে পারে (২করিন্থীয় ৪:৪-৬)। যীশু আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক আরোগ্যদাতা। আমরা তা বিশ্বাস করি ও তার জন্য প্রার্থনা করি। কিন্তু আমরা কেবল প্রার্থনাকারী, যীশুই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

উপদ্রুতদের নিস্তার: 'উপদ্রুত' মানে যারা অত্যাচারিত হয়ে চলেছে, কিংবা প্রতারতি হয়ে চলেছে। আজকের দিনে তা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, যৌন, সমস্ত দিক থেকে চলতে পারে। তাদের প্রত্যেকের জন্য আশার আলো হলেন যীশু খ্রীস্ট, তিনি তাদের ফেরাবেন না।

প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা: এর প্রেক্ষাপট হল যোবেল বৎসর। যা হল মশীহের যুগের প্রতীক। কেবল যীশু খ্রীস্টেতে বিশ্বাসের দ্বারাই সেই মুক্তিলাভ সম্ভব: ভয় থেকে মুক্তি, বিধি-নিষেধের যোঁয়ালি থেকে মুক্তি, অপরাধ, কলুষতা, শয়তান, পাপ ও তার সমস্ত পরিণাম তেকে মুক্তি (যোহন ৮:৩৬)।

যীশু সেদিন বলেছিলেন, ***অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কানে পূর্ণ হল***। হ্যাঁ, আজই হল সেই দিন, যেদিন আমরা তাঁকে আমাদের সমস্ত পাপ সমর্পণ করব, আজই মণ্ডলীতে যোগ দেব, আজ থেকেই প্রভুর বাক্য অধ্যয়ন শুরু করব, আজই পাপের উপর জয়লাভের জীবন উপভোগ করব। কালকের জন্য তা ফেলে রাখব না।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com